International Journal of Applied Research 2018; 4(11): 109-115

ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 5.2
IJAR 2018; 4(11): 109-115
www.allresearchjournal.com
Received: 22-09-2018
Accepted: 24-10-2018

মানস কুমার ঘোষ
গবেষক, বিশ্বভারতী

Correspondence
মানস কুমার ঘোষ
গবেষক, বিশ্বভারতী

মৃচ্ছকটিক প্রকরণে প্রতিফলিত চৌর্যবৃত্তি

মানস কুমার ঘোষ

সারসংক্ষেপ
চুরি এক প্রকারের সামাজিক ব্যাধি। চুরি কখনোই সমাজের পক্ষে আকাঙ্খিত নয়। তবে চৌর্যবৃত্তি নিন্দনীয় হলেও এটি সুদূর অতীতকাল থেকে শুরু করে অদ্যাবধি সমাজের সঙ্গে ওতপ্রোতভবে জড়িত। আর যেহেতু সাহিত্য হল সমাজেরই প্রতিচ্ছবি তাই সেখানেও চুরির বিষয়টি বাদ পড়ে নি। শূদ্রক বিরচিত মৃচ্ছকটিক প্রকরণ হল এমনই একটি সংস্কৃত সাহিত্যের অমূল্যরত্নের ভাণ্ডার যেখানে সামাজিক অন্যান্য বিষয়গুলির সাথে সাথে চুরির বিষয়টিও অর্থাৎ চুরির কলাকৌশল ও তার প্রয়োগ পদ্ধতি ইত্যাদি স্পষ্টরূপে প্রতিফলিত হয়েছে।

কূটশব্দ: চুরি, সলিল, প্রতিপুরুষ, যোগরচনা ইত্যাদি।

ভূমিকা
চুরি শব্দটিকে সংস্কৃতিতে বলা হয় চৌর্য্য, প্রাকৃতে বলা হয় চোরিঅ। চৌর শব্দটি পুংলিঙ্গ। চুরা+অ(অণ্) তাচ্ছিল্যে অথবা চোর+অ স্বার্থে চৌর শব্দটি নিষ্পন্ন। অপরদিকে স্তেন চৌর্যে - এই ধাতুর উত্তর যৎ প্রত্যয় করে স্তেয় শব্দটি সিদ্ধ হয়। চৌর শব্দের পর্যায় শব্দসমূহ হল - চোর, স্তেয়কর্তা, দস্যু, তস্কর, প্রতিরোধী, মলিম্লুচ, স্তেন, ঐকাগারিক, স্তৈন্য, প্রচ্ছন্নজন, মোষক, পাটচ্চর, পরাস্কন্দী, কুম্ভিল, খনক, শঙ্কিতবর্ণা, খানিক ইত্যাদি[১]। এই 'স্তেয়' এর স্বরূপ হল- দ্রব্যস্বামীর অসাক্ষাতে তাকে না জানিয়ে তার দ্রব্য আত্মসাৎ করা অথবা সকলের সম্মুখে চুরি করে চুরির বিষয় অস্বীকার করা[২]। তাই 'The Concept of Theft in Classical Hindu Law' গ্রন্থে Chanchal A. Bhattacharya বলেছেন 'Theft', a little of law occours when a person takes someone else's belonging that is unguarded, without his cognizance and permission. The above little of laws also arises when a person takes someone else's property that is guarded and conceals such an act.' চুরির স্বরূপ সম্পর্কে মনু বলেছেন- দ্রব্যস্বামীর অসমক্ষে তার জিনিস অপহরণের নাম 'চুরি' এবং সামনে অপহরণ করেও যদি কেউ অস্বীকার করে তাহলে তাকেও চুরি বলা হয়[৩]।

চুরির কারণঃ
চুরির কারণ বহুবিধ হয়ে থাকে। মূলত সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক এই চতুর্বিধ কারণে মানুষের মনে চুরির প্রবণতা লক্ষ করা যায়। জনসংখ্যার আধিক্য, খাদ্যের কম যোগান, কর্মসংস্থানের অভাব, রাজনৈতিক অস্থিরতা, শাসনব্যবস্থার

অপব্যবহার ইত্যাদি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণসমূহ সামাজিক কারণরূপে পরিগনিত হয় । এর পাশাপাশি আছে মনস্তাত্ত্বিক কারণ, এই মনস্তাত্ত্বিক কারণের অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ হল- নিজের আর্থিক সংগতি থাকা সত্বেও চুরির প্রবণতা, বংশানুক্রমিকভাবে চুরির স্পৃহা, অবস্থাপন্ন বয়ঃসন্ধিকালীন বাচ্চাদের মধ্যে অবরুদ্ধ একাকীত্ব থেকে চুরি তথা অপরাধ স্পৃহা অথবা দুঃসাহসিক কর্মের বা adventure এর ইচ্ছা থেকে চুরির প্রবণতা ইত্যাদি । এই সকল প্রধান কারণসমূহের হাত ধরেই বহুবিধ আনুষঙ্গিক কারণ মানুষের মনে চুরির প্রবণতা সৃষ্টিতে সহায়তা করে । তবে একথা স্বীকার করতেই হয় যে, এই সকল কারণে চুরি সাধিত হলেও যথার্থ প্রশাসনিক ব্যবস্থার দ্বারা তা অনেকাংশে প্রতিহত করা যায় । কিন্তু যদি প্রশাসনিক ব্যবস্থায় কোনো প্রকার গাফিলতি হয় বা শাসনব্যবস্থার অপব্যবহার হয়, সেক্ষেত্রে চৌর্যবৃত্তি প্রতিহত করা সম্ভব হয় না, উপরন্তু তা মহীরুহের ন্যায় নানা শাখা প্রশাখায় পল্লবিত হয়ে সমগ্র সমাজকে কুলষিত করে থাকে ।

চুরির প্রকারভেদঃ

চুরি বিবিধ প্রকারের হয়ে থাকে । তবে সংস্কৃত বাঙ্ময়ে মূলতঃ দ্বাদশ প্রকারের চুরির আলোচনা লক্ষিত হয় । এগুলি হল- অন্যের দ্রব্য অপহরণ, চোরাই দ্রব্য ক্রয় করে বিক্রয়, দ্রব্যে ভেজাল মিশ্রন, মিথ্যা ওজনের দ্বারা ক্রেতাদের অর্থ চুরি, নারী অপহরণ, শিশু অপহরণ, জালমুদ্রা, অন্যের জমি অপহরণ, বন্ধকীকৃত দ্রব্য(আধি) উত্তমর্ণ কৃতক আত্মসাৎ, করফাঁকি এবং অন্যের গ্রন্থের অংশ অপহরণ।

মৃচ্ছকটিকে চৌর্যবৃত্তিঃ

সাহিত্য ও শাস্ত্রে মানুষের সামাজিক চিন্তার প্রতিফলন ঘটে থাকে । সংস্কৃত সাহিত্য তথা প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও শাস্ত্রে ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, শৈল্পিক, আধ্যাত্মিক প্রভৃতি বিষয়ক চিন্তাধারার প্রতিফলন দৃষ্ট হয় । চৌর্যবৃত্তি নিন্দনীয় হলেও এটি যেহেতু সমাজের সঙ্গেই ওতপ্রোতভাবে জড়িত তাই বৈদিক যুগ থেকে শুরু করে অদ্যাবধি এই চুরির বিষয়টি সাহিত্য ও সমাজে নানাভাবে আলোচিত হয়েছে । সংস্কৃত বাঙময়ে শূদ্রকের 'মৃচ্ছকটিকম্' প্রকরণটি ভিন্ন ধারায় রচিত । এখানে সামাজিক বিভিন্ন দিকগুলি আলোচনার সাথে সাথে চুরির বিষয়টিও খুব সুন্দরভাবে উপস্থাপিত হয়েছে ।

তস্করদের উপাস্যদেবতাঃ

চৌর্যবৃত্তি হল একপ্রকার লৌকিক প্রবাহ । এই লৌকিক প্রবাহ সুপ্রাচীন কাল থেকে অদ্যাবধি কখনো প্রকাশিত ভাবে, আবার কখনো অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার ন্যায় আমাদের সমাজে প্রবাহিত হয়ে চলেছে । 'ষণ্মুখকল্পম'[৪] নামক চৌর্যশাস্ত্ররূপ লৌকিকশাস্ত্রে তস্করদের দেবতারূপে যিনি যুগে যুগে সাহিত্য ও শাস্ত্রে বন্দিত হয়েছেন, তিনি হলেন লৌকিকদেবতা ষণ্মুখ বা কার্ত্তিক । এবিষয়ে প্রমান পাওয়া যায় শূদ্রকের মৃচ্ছকটিক প্রকরণে । এই প্রকরণের তৃতীয়াঙ্কে দেখা যায় যে, শর্বিলক নামক চোর চারুদত্তের গৃহে চুরি করতে গিয়ে আরাধ্য দেবতা কার্ত্তিককে নমস্কার জানিয়েছেন - "নমো বরদায় কুমারকার্ত্তিকেয়ায়"[৫]। ভাসের 'চারুদত্তম্' নাটকেও দেখা যায় সজ্জলক নামক এক চোর চারুদত্তের গৃহে চুরি করতে গিয়ে রাত্রে বিচরণকারী দেবতাদের নমস্কার জানিয়েছেন । কার্ত্তিক যেহেতু রাতের দেবতা, সেহেতু এর দ্বারা অনুমান করা যায় যে, রাত্রে বিচরণকারী দেবতাদের মধ্যে কার্তিক অন্যতম - "নমো রাত্রিগোচরেভ্যঃ দেবেভ্যঃ"। 'ষণ্মুখকল্পম্' নামক চৌর্যশাস্ত্রেও বলা হয়েছে, সন্ধিচ্ছেদে সাফল্যলাভের জন্য চৌর্যদেবতা কার্ত্তিকের নিত্যপূজা করতে হবে, তাহলে কার্যে বিঘ্ন হবে না - "নিত্যঞ্চ পূজয়েৎ/দেব যথা বিঘ্নে ন ভবতি।[৬]

চুরির সময়কালঃ

চুরির প্রকৃষ্ট সময়কালরূপে নির্দেশ করা হয় ঊষাকালকে অর্থাৎ চন্দ্র যখন অস্তায়মান এবং সূর্য উদিত হয় নি এমন সময় । কারণ এই সময় গৃহস্থরা গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন থাকে । মৃচ্ছকটিক প্রকরণে শর্বিলক চুরিরকাল নির্দেশ করতে গিয়ে বলেছেন যে, চন্দ্র যখন অস্তাচলগামী সেই ঘোর অন্ধকারই চুরির প্রকৃষ্ট সময়, কারণ যেহেতু রাত্রিবেলায় রাজপুরুষেরা ঘোরাঘুরি করায় সকলে তাদের ভয়ে সাবধানে চলাচল করে, সেহেতু সেই সময় পরের বাড়িতে চুরি করতে গিয়ে সিঁধ কাটা বীরের কাজ । অয়ে! কথমস্তযুপগচ্ছতি স ভগবান্ মৃগাঙ্কঃ । তথাহি- 'নৃপতি-পুরুষ-শঙ্কিত-প্রচার; পরগৃহ-দূষণ-নিশ্চিতৈ কবীরম্'

ঘন তিমির-নিরুদ্ধ-সর্বহারা রজনিরিয়ং জননীব সংবৃনোতি”।(মৃচ্ছ.৩/১০)

গুরু শিষ্য পরম্পরাক্রমে চৌর্যবিদ্যা শিক্ষাঃ

চৌর্যশাস্ত্রের প্রবর্তক হলেন স্বয়ং ষণ্মুখ বা কার্ত্তিক । তবে তিনি এই শাস্ত্র তার শিষ্যদের মধ্যে প্রচার করলেও তা লিপিবদ্ধ করা হয় নি । বেদের ন্যায় চৌর্যশাস্ত্রও একসময় গুরুশিষ্য পরম্পরাক্রমে শ্রুতির দ্বারা রক্ষিত হতো । পরবর্তীকালে চৌর্যশাস্ত্রের অন্যতম গ্রন্থ ‘ষণ্মুখকল্পম্’ এর পুঁথি লেখা হয় । এই পুঁথির গ্রন্থকার ও লিপিকার হলেন মঙ্গল । এর দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে চৌর্যশাস্ত্র এক প্রকার গুরুমুখী বিদ্যা, যা গুরু-শিষ্য পরম্পরায় বিস্তার লাভ করে ।

‘ষণ্মুখকল্পম্’ এ কয়েকজন আচার্যের নাম দৃষ্ট হয় । এরা হলেন কনকশক্তি[৭], লম্বকভূষনন্দ[৮], শকলীভাব[৯], লম্বকোভূষণ[১০], এবং মঙ্গল[১১]। এই পাঁচ জন তস্করাচার্যের মধ্যে কেবলমাত্র কণকশক্তির নামই পরবর্তীকালে রচিত শূদ্রকের ‘মৃচ্ছকটিকম্’ প্রকরণে দৃষ্ট হয় । এছাড়াও অতিরিক্ত আরো দুজন আচার্যের নাম পাওয়া যায় মৃচ্ছকটিকে । তারা হলেন ভাস্করনন্দী ও যোগাচার্য । মৃচ্ছকটিকে উল্লিখিত তস্করশর্বিলক নিজেকে যোগাচার্যের প্রথম শিষ্য বলে পরিচয় দিয়েছে এবং চারুদত্তের গৃহে চুরি করতে তস্করাচার্য এয় কণকশক্তিব্রহ্মণ্যদেবদেবব্রত, ভাস্করনন্দী ও যোগাচার্যকে প্রণাম জানিয়েছেন- ‘নমঃ কনকশক্তয়ে ব্রহ্মণ্যদেবায়, নমো ভাষ্করনন্দিনে, নমো যোগাচার্যায়, যস্যাহং, প্রথমঃ শিষ্যঃ । তেন চ পরিতুষ্টেন যোগরোচনা যে দত্তা’[১২]।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেও চৌর্যশাস্ত্রের গ্রন্থাকার ও ভাস্করচার্য খরপট্ট বা খরপটের উল্লেখ দৃষ্ট হয়- ‘তস্যোপকরণম্ প্রমাণং প্রহরনং প্রধারণম্ অবধারণং চ খরপট্টাদাগময়েৎ’। ভাসের চারুদত্তম্ নাটকেও সজ্জলক নামক চোর চারুদত্তের গৃহে চুরি করতে গিয়ে খরপট্টকে প্রমাণ জানিয়েছে- ‘নমঃ খরপটায়’।

সুতরাং বলা যায় যে চৌর্যশাস্ত্র একরকম গুরুমুখী শাস্ত্র; যা গুরুর নিকট গিয়ে অধ্যায়ন করতে হয় এবং দীর্ঘকাল একগ্রচিত্তে অধ্যয়নের পর এই শাস্ত্রে পারদর্শী হওয়া যায় । শুধু প্রাচীন যুগেই নয়, আজও বহুস্থানে অবৈধভাবে তস্করদের চৌর্যকলাবিদ্যা শিক্ষার স্কুল (Training School for Theft) গড়ে উঠেছে; যেখানে চুরিসংক্রান্ত বহু কলাকৌশল শিক্ষা দেওয়া হয় । তবে এই জাতীয় চৌর্যশিক্ষাকেন্দ্র অবৈধ হওয়ায় প্রচারের অন্তরালে অন্তঃসলিলা ফল্গুর ন্যায় সমাজে প্রবাহিত হতে থাকে এবং সেজন্যই এদের কোনো প্রামাণ্য পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়। তবে এর প্রতিফলন লক্ষিত হয় চলচ্চিত্রে । সামাজিক ভালো-মন্দের বিষয় যেহেতু চলচ্চিত্রে প্রতিফলিত হয় তাই এই জাতীয় অবৈধ চৌর্যশিক্ষাকেন্দ্রে আধুনিক কালে কিভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়, তার প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই চলচ্চিত্রে । চলচ্চিত্রে প্রতিফলিত এই জাতীয় দৃষ্টান্তের উদাহরণ হল-

চ্যানেল- স্টার জলসা
মেঘা সিরিয়ালের নাম- মা
পরিচালক- দেবাংশু সেনগুপ্ত
চরিত্র- ঝিলিক নামক চরিত্রটি অবৈধ চৌর্যশিক্ষাকেন্দ্রে তস্করাচার্যা হীরম্মার কাছ থেকে চুরির প্রশিক্ষণ পেয়েছিল ।

চোরের স্বরূপঃ

মৃচ্ছকটিক প্রকরণে চোরের স্বরূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে শর্বিলক বলেছে যে, চোর হিসাবে সে নিজে আক্রমণে বিড়ালের ন্যায়, পলায়নে হরিণের ন্যায়, লুণ্ঠনে শকুনের ন্যায়, ঘুমন্ত ও জাগ্রত পুরুষের শক্তি পরীক্ষায় কুকুরের ন্যায়, বুক দিয়ে পৃথিবীতে হাঁটায় সাপের ন্যায়, ছদ্মবেশ ধারণে মায়ার ন্যায়, পথ চলায় সাপের মত, স্থিরতায় পর্বতের ন্যায়, দ্রুততায় পক্ষীরাজের ন্যায়, পৃথিবী পর্যবেক্ষণে গরুড়ের ন্যায়, ছিনিয়ে নিতে চিতার ন্যায় এবং গায়ের জোরে সিংহের ন্যায় । একজন চোরের কী কী গুণাবলী থাকা উচিত তা সবই জানা যায় শর্বিলকের আত্মপরিচয়ে-

যোহহং-
মার্জার ক্রমেন মৃগঃ প্রসরণে শ্যেনো গ্রহালুঞ্চনে
সুপ্তাসুপ্তমনুষ্যবীর্যতুলনে শ্বা সর্পনে পন্নগঃ ।
মায়া রুপশরীরবেশরচনে বাগ্‌দেশভাষান্তরে
দীপো রাত্রিষু সংকটেষু ডুডুভো বাজীস্থলে নৌর্জলে॥(মৃচ্ছ. ৩/২০.)

অপিচ-
“ভুজগ ইব গতৌ গিরিঃ স্থিরত্বে পতগপতেঃ পরিসর্পণে চ তুল্যঃ ।
শশ ইব ভুবনালোকনেঽহং বৃক ইব চ গ্রহণে বলে চ সিংহঃ”॥ ৩/২১

তস্করের শৈল্পিকসত্তাঃ

প্রাচীন ভারতে 'চৌর্যবিদ্যা' চতুঃষষ্টিকলার অন্যতম বলে বিবেচিত। বাৎসায়ন তাঁর- 'কামসূত্রম্'এ একথা স্বীকার করে বলেছেন- '...হস্তলাঘবম্,.. ইতি চতুঃষষ্টিরঙ্গবিদ্যাঃ কামসূত্রস্যাবয়বিন্যঃ'। [সাধারণ/ প্রথম অধিকরণ/ তৃতীয় অধ্যায়]। এই চুরি যেহেতু এক প্রকারের কলা বা Art, সেজন্য চোরেরা গৃহস্থের বাড়িতে এমন ভাবে সিঁধ কাটবে, যা একপ্রকারের দৃষ্টিনন্দন স্থাপত্যরূপে বিবেচ্য হবে এবং নগরবাসীরা সকালে ঘুম থেকে উঠে সেই চৌর্যকর্ম দেখে চোরের নিন্দা করলেও তার শৈল্পিক গুণের প্রশংসা না করে পারবে না। একথা জানা যায় মৃচ্ছকটিক প্রকরণে শর্বিলকের উক্তি থেকে। শর্বিলক জানিয়েছেন যে, চারুদত্তের দেওয়াল যেহেতু পাকা ইটের এবং নোনাধরা সেহেতু সেই দেওয়ালে পূর্ণকুম্ভই ভালো মানানসই হবে এবং তার সিঁধ কাটার জন্য নগরবাসী নিন্দা করলেও তার শৈল্পিক কৃতিত্বের প্রশংসা না করে পারবেন না-

তদত্র পক্বেষ্টকে পূর্ণকুম্ভ এব শোভতে। তমুৎপাদয়ামি।

"অন্যাসু ভিত্তিসু ময়া নিশি পাটিতাসু
ক্ষারক্ষতাসু বিষমাসু চ কল্পনাসু।
দৃষ্ট্বা প্রভাত সময়ে প্রতিবেশী বর্গো
দোষাংশ্চ মে বদতি কর্মনি কৌশলঞ্চ"॥ মৃচ্ছ.৩/১৪

অনুরূপভাবে চৌর্যকার্যের শৈল্পিক প্রশংসা দৃষ্ট হয় ভাসের চারুদত্তম্ নাটকে-

"কাল্যং বিষাদবিমুখঃ প্রতিবেশবর্গো
দোষাংশ্চ মে বদতু কর্মসু কৌশলং চ"॥ ৩/১০

এছাড়াও চুরি যেহেতু এক প্রকারের কলাবিদ্যা, সেহেতু চোর যখন জনসমক্ষে নিজেকে প্রকাশ করবে, তখন সে নিজেকে অত্যন্ত সুন্দর ও আকর্ষণীয় করে সকলের কাছে উপস্থাপন করবে, যাতে সহজেই সকলের বিশ্বাস উৎপাদন করতে সমর্থ হয়। কারণ নিজেকে সুন্দর ও আকর্ষণীয় করে সকলের কাছে উপস্থাপন করাও একপ্রকারের কলা বা Art। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, রাবণ যখন সীতাকে অপহরণ করেছিল, তখন সে সাধুর বেশ ধারণ করে সীতাকে চুরি করেছিল। কারন সে জানতো যে রাক্ষসের বেশে সীতাকে চুরি করতে গেলে সীতার মনে বিশ্বাস উৎপাদন করতে পারবে না।

সন্ধিচ্ছেদঃ

প্রথমে সন্ধিচ্ছেদ বা সিঁদ কেটে তারপর সেই পথে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করতে হয়, সেজন্য তস্করকে সন্ধিচ্ছেদ বিষয়ে যত্নবান হতে হয়। 'ষণ্মুখকল্পম্' নামক চৌর্যশাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, এই সন্ধিচ্ছেদ বিষয়ে সাফল্য লাভ করতে হলে তস্করকে প্রথমে শ্মশানলোহা তীক্ষ্ণ করে শক্তিসম্পন্ন অস্ত্রে পরিণত করতে হবে, তারপর নগরদ্বারে একবিংশতিবার পরিগনিত খননকার্য করতে হবে, অনন্তর সেই অস্ত্রটি তুলে নিয়ে শ্মশানে গিয়ে অষ্টসহস্রবার জপ করতে হবে। তাহলে সেই মন্ত্রপূতঃ অস্ত্রের দ্বারা সহজেই ছিদ্র করা সম্ভব হবে[১৩]। আরো বলা হয়েছে অগ্নিহোত্রের অঙ্গার বা শ্মশানের অঙ্গার দ্বারা বিবিধ চিত্র দেওয়ালে অঙ্কন করে সেই চিত্র বরাবর সিঁদ কেটে প্রবেশ করলে মহাপুন্য হবে এবং প্রবেশ করে তস্কর ইচ্ছামত যা খুশি তাই করতে পারবে। এইভাবে তস্কর যাবজ্জীবন দ্রব্য লাভ করতে সমর্থ হবে এবং তার কখনো বিনাশ হবেনা[১৪]। চৌর্যশাস্ত্রে ছয়প্রকার সিঁধের কথা বলা হয়েছে। এগুলি হল- তিহ বা দানবের মুখ, রাক্ষসমুখ, স্ত্রীমুখ, অশ্বমুখ, মকরমুখ ও চক্র[১৫]। অন্যত্র সিংহের মুখ ও রাহুর মুখ নামক আরও দুই প্রকার সিঁধের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। মৃচ্ছকটিক প্রকরণে উল্লিখিত ছয়প্রকার সিঁধ চৌর্যশাস্ত্রে বর্ণিত অষ্টবিধ সিঁধের অতিরিক্ত। যেগুলি হল- ফোটা পদ্ম, সূর্য, দ্বিতীয়ার চাঁদ, বড়দীঘি, স্বস্তিকা ও পূর্ণকুম্ভ[১৬]। ভাসের 'চারুদত্তম্' নাটকেও আট প্রকার সিঁধের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। যথা- সিংহ পদক্রম, পূর্ণচন্দ্র, মৎস্যমুখ, চন্দ্রার্ধ, ব্যাঘ্রমুখ, ত্রিকোণ, পীঠিকা বা সিঁড়ি ও গজমুখ।

সিঁধকাটার স্বরূপ প্রসঙ্গে শর্বিলক বলেছেন যে, শারীরিক ক্ষমতা ও শিক্ষার বলে কর্মোপযোগী পথ প্রস্তুত করে যে খোলস ছাড়া সাপের মত মাটিতে ঘষে ঘষে প্রবেশ করেছে। দেয়ালের কোন জাগায় সিঁধ কাটা উচিত সে বিষয়ে শর্বিলক বলেছে যে, যেখানে দেওয়াল নোনাধরা, আধভাঙ্গা ও জল পড়ে নরম হওয়ায় ভাঙলে শব্দ হয় না, যে জায়গা সাধারণতঃ লোকজনের চোখের আড়ালে থাকে এবং যেখানে নারী দর্শনের সম্ভাবনা থাকে না, সেখানেই কার্য্যের সিদ্ধি লাভ হয়। শর্বিলক চারুদত্তের গৃহের দেওয়ালে সিঁধ কাটার পূর্বে দেওয়ালের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন যে, প্রতিদিন সূর্য দর্শনের সময় জল পড়ে যে জায়গাটি নরম হয়েছে, নোনাধরে ভেঙে গেছে এবং যে জায়গা থেকে ইঁদুরেরা মাটি তুলেছে সেই জায়গায় কার্যসিদ্ধি হবে। তার স্কন্দপুত্রদের সিদ্ধির এটাই প্রথম লক্ষণ- 'নিত্যাদিত্যদর্শনোদক সেচনেন দুষিতেয়ং ভূমিঃ ক্ষারক্ষীনা। মুষিকোৎকরশ্চেহ । হন্ত! সিদ্ধোহয়মর্থঃ। প্রথমমেতৎ স্কন্দপুত্রানাং সিদ্ধিলক্ষনম্'[১৮]।

শর্বিলক সিঁধকাটার প্রকারভেদও আলোচনা করেছে। তার মতে, প্রভু কনকশক্তি চার প্রকারের সিঁধের কথা বলেছেন। সেগুলি হল- (১) পাকা ইঁট টানতে হবে (২) কাঁচা ইঁট কাটতে হবে (৩) কাদার পিণ্ডে জল ঢালতে হবে এবং (৪) কাঠের দেওয়াল হলে কাটতে হবে- 'ইহ খলু ভগবতা কনকশক্তিনা চতুর্বিধঃ সন্ধ্যুপায়ো দর্শিতঃ। তদ্যথা- পক্কেষ্টকানামাকর্ষণম্ আমেষ্ঠকানাং ছেদনং পিন্ডময়ানাং সেচনং কাষ্ঠময়ানাং পাটনমিতি'[১৯]।

চৌর্যকার্যে সাবধানতা

চোরের সাবধানতা অবলম্বন প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, গৃহে সিঁধ কাটার সঙ্গে সঙ্গেই প্রবেশ করা উচিত নয়, আগে প্রতিপুরুষ বা নকলী ঢুকিয়ে দেখে নিতে হবে সবাই ঘুমাচ্ছে কিনা। এছাড়া গৃহে প্রবেশ করে প্রথমে দরজা খুলে দিতে হবে, যাতে প্রয়োজনে পালানো যায়; পুরোনো দরজায় যাতে শব্দ না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে; মাটিতে কিছু পড়লে যাতে শব্দ না হয়, সেজন্য জল ছিটিয়ে দিতে হবে এবং ঘরে ঢুকে নিশ্চিত হতে হবে যে, গৃহের অভ্যন্তরস্থ লোক সত্যই ঘুমাচ্ছে, নাকি ঘুমের ভান করে আছে- এ সকল বিষয় জানা যায় শার্বিলকের উক্তির মধ্য দিয়ে-

'সমাপ্তোঽয়ং সন্ধিঃ। ভবতু, প্রবিশামি। অথবা ন তাবৎ প্রবিশামি, প্রতিপুরুষং নিবেশয়ামি। (তথা কৃত্ব) অয়ে! ন কশ্চিৎ। নমঃ কার্ত্তিককেয়ায়। (প্রবিশ্য দৃষ্ট্বা চ) অয়ে! পুরষদ্বয়ং সুপ্তম্। ভবতু, আত্মরক্ষার্থং দারমুদঘাটয়ামি। কথং জীর্ণত্বাদ্গৃহস্য বিরৌতি কপাটম্। তদ্যাবত্ সলিলমন্বেষয়ামি। ক্ব নু খলু সলিলং ভবিষ্যতি?

ইতস্ততো দৃষ্ট্বা সলিলং গৃহীত্বা ক্ষিপন্ সশঙ্কম্। মা তাবৎ ভূমৌ পতৎ শব্দমুৎপাদয়েৎ। (পৃষ্ঠেন প্রতীক্ষ্য কাপাতমুদ্ঘাট্য) ভবতু, এবং অবদিদানীং পরীক্ষে। কিং লক্ষ্যমুপ্তম্ ? উত পরমার্থসুপ্তমিদং দ্বয়ম্? (ত্রাসরিত্বা পরীক্ষ্য চ) অয়ে! পরমার্থসুপ্তেনানেন ভবিতব্যম্'[২০]। তথাহি-

"নিঃশ্বাসোহস্য ন শঙ্কিতঃ সুবিশাদঃ তুল্যান্তরং বর্ত্ততে
দৃষ্টির্গাঢ়নিমীলিতা ন বিকলা নাভ্যন্তরে চঞ্চলা।
গাত্রং স্রস্তশরীরসন্ধিশিথিলং শয্যা প্রমানাধিকং
দীপঞ্চাপি ন মর্ষয়েদভিমুখং স্যাল্লক্ষ্যস্যুপ্তং যদি"॥ মৃচ্ছকটিকম্-৩/১৮

চৌর্যকার্যের প্রশংসাঃ

সাধারণ লোকের নিদ্রার সুযোগে চোরেরা অত্যন্ত সাবধানে তাদের কার্য সাধন করে, যা বঞ্চনামাত্র। তাই চৌর্য কার্যকে মোটেই বীরত্বের কাজ বলা যায় না। কিন্তু তবুও চোরেরা তাদের কাজকে প্রশংসনীয় বলেই মনে করে। মৃচ্ছকটিকের তৃতীয় অঙ্কে শর্বিলক বলেছেন যে, পরের কাছে হাত পেতে দাসত্ব করার থেকে চৌর্যবৃত্তি শ্রেয়ঃ। এই প্রসঙ্গে সে মহাভারতের সৌপ্তিকপর্বের ঘটনাও উল্লেখ করেছে। দ্রোণপুত্র চোরের মত পান্ডব শিবিরে প্রবেশ করে পান্ডু পুত্রদের হত্যা করেছিল এই বর্ণনা স্বয়ং মহাভারতকার উপন্যস্ত করেছেন[২১]। 'মহাভারত' যা 'পঞ্চবেদ' নামে প্রচলিত সেখানেই যদি এরূপ প্রশস্তি থাকে, তাহলে অন্যত্র যে তা প্রশংসনীয় হবে তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

তস্করদের ব্যবহৃত সরঞ্জামঃ

তস্করেরা চুরি করার সময় বহুবিধ সরঞ্জাম ব্যবহার করে থাকে। 'ষণ্মুখকল্পম্' নামক চৌর্যশাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, তস্করাধিপতি ষন্মুখ বা কার্ত্তিকের দ্বাদশ হস্তে দ্বাদশ প্রকার চৌর্যকার্যের সহায়ক সরঞ্জাম থাকে। এই দ্বাদশ প্রকার সরঞ্জাম হল- ত্রিশূল, শক্তি, খড়্গ, পাশ, ধনু, শর, পরশু, ঘন্টা, পতাকা, চক্র, মুদ্গর ও করক[২২]। শূদ্রকের 'মৃচ্ছকটিকম্' প্রকরণে চৌর্যকার্যোপযোগী যে সকল সরঞ্জাম এর উল্লেখ দৃষ্ট হয় তার একটি তালিকা প্রদত্ত হল-

১. প্রতিপুরুষ- সন্ধিচ্ছেদ করার পর এই প্রতিপুরুষ বা নকলী প্রবেশ করিয়ে চোর নিশ্চিত হবে যে গৃহাভ্যন্তরস্থ মানুষেরা সত্যই ঘুমাচ্ছে কি না- 'সমাপ্তোঽয়ং সন্ধিঃ। ভবতু প্রবিশামি। অথবা ন তাবৎ প্রবিশামি। প্রতিপুরুষং নিবেশয়ামি'[২৩]।

২. সলিল- এই সলিল বা জাল মাটিতে ছিটিয়ে নিতে হবে, যাতে মাটিতে কিছু পড়লে শব্দ না হয়- তদ্ যাবৎ সলিলমন্বেষয়ামি। (ইতস্তস্তো দৃষ্ট্বা সলিলং গৃহিত্বা ক্ষিপন্ সশঙ্কম)। বা তাবৎ ভূমৌ পতৎ শব্দমুৎপাদয়েৎ[২৪]।

৩. যোগরোচনা- এই যোগরোচনা বা যোগতিলকের দ্বারা চোরেরা আত্মগোপন ও আত্মরক্ষা করে। কারণ যোগরোচনা চোর গায়ে মাখলে চোরকে কেউ দেখতে পাবে না এবং গায়ে অস্ত্রের আঘাত লাগলেও শরীরে তার কোনো প্রতিক্রিয়া হবে না-

...যোগরোচনা মে দত্তা।

"অনয়া হি সমালব্ধং ন মাং দ্রক্ষ্যন্তি রক্ষিণঃ।
শস্ত্রঞ্চ পতিতং গাত্রে রুজং নোৎপাদয়িষ্যতি"॥(মৃচ্ছকটিকম্ ৩/১৫)

৪. প্রমাণসূত্র- এই প্রমাণ সূত্র হল এমন একজাতীয় সুতো, যা সিঁধের পরিমাপ করতে, গয়নার জোড় আলগা করতে,

দরজার খিল খুলতে এবং সাপের কামড়ে বাঁধতে সাহায্য করে[২৫]।

৫. বীজ- এই বীজ গৃহাভ্যন্তরে ছড়িয়ে দিলে লুক্কায়িত ধনের সন্ধান পাওয়া যায়। যদি এই বীজ মাটিতে পড়ে বিস্তারিত হয়, তাহলে বুঝতে হয়- মাটির নিচে মূলবান ধন লুক্কায়িত আছে। কিন্তু যদি বীজ মাটিতে পড়ে বিস্তারিত না হয়, তাহলে বুঝতে হয় মাটির নীচে কোন লুক্কায়িত ধন নেই- 'বীজং প্রক্ষিপামি। (তথা কৃত্বা) নিক্ষিপ্তং বীজং ন ক্বচিৎ স্ফারী ভবতি। পরমার্থদরিদ্রোঽয়ম্'[২৬]।

৬. প্রদীপ নেবানোর পোকা- এই পোকা গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করে গৃহাভ্যন্তরে প্রজ্বলিত প্রদীপ নিবিয়ে দিয়ে ঘর অন্ধকার করে চোরকে চৌর্যকার্যে সাহায্য করে। সেজন্য শর্বিলক প্রদীপ নেবানোর পোকা সঙ্গে নিয়ে চুরি করতে যায় চারুদত্ত গৃহে এবং গৃহাভ্যন্তরে প্রদীপ জ্বলছে দেখে সেই পোকা ছেড়ে দেয়। সেই পোকাগুলি প্রথমে সোজাসুজি উড়তে থাকে, তারপর প্রদীপের ওপর পাক খেতে থাকে এবং যখন গোলকরে ঘুরতে থাকে তখন ডানার হাওয়ায় প্রদীপ নিবে যায়-'অথ বা জ্বলতি প্রদীপঃ। অস্তি চ ময়া প্রদীপনির্বাপণার্থমাগ্নেয়ঃ কীটো ধার্যতে। তং তাবৎ প্রবেশয়ামি। তস্যায়ং দেশকালঃ। এষ মুক্তো ময়া কীটো যাত্বৈবাস্য দিপস্যোপরিমন্ডলের্বিচিত্রৈঃ বিচরতি। এষ পক্ষদ্বয়ানিলেন নির্বাপিতো ভদ্রপীঠেন'[২৭]।

উপসংহার

নাট্যকার শূদ্রক 'মৃচ্ছকটিকম্' প্রকরণে তদানীন্তন সমাজে চোরের স্বরূপ, চুরির স্বরূপ, চৌর্যকার্যে সতর্কতা, চৌর্যকার্যে ব্যবহৃত সরঞ্জাম, সন্ধিচ্ছেদের স্বরূপ, গুরুশিষ্যপরম্পরা ক্রমেই চৌর্যশিক্ষা, এমনকি চৌর্যকার্য নিন্দনীয় হলেও কোনো কোনো বিষয় যে প্রশংসার যোগ্য এবং চোরের মধ্যেও যে শৈল্পিকসত্তা বিদ্যমান- এই বিষয়গুলি সুচিন্তিতভাবে ও সুচারুরূপে উপস্থাপন করেছেন। এই নাটকে যে সামাজিক প্রেক্ষাপটের আলোচনা লক্ষিত হয়, তাতে বোঝা যায় যে, তৎকালীন সমাজে নানাবিধ সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অস্থিরতা ছিল। সে যুগে বারবনিতার গৃহের দাসীকে অর্থের বিনিময়ে ক্রয় করে বিবাহে বাধা না থাকলেও সেই বিপুল অর্থ সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের হাতে ছিল না। আর সেজন্যই প্রচুর অর্থ লাভের আশায় মানুষ অনেক সময় চুরিকেই বৃত্তি বা পেশারূপে গ্রহণ করতো। শর্বিলক গণিকা বসন্তসেনার দাসী মদনিকাকে মুক্ত করে বিবাহ করতে চেয়েছিল কিন্তু তার হাতে সেই বিপুল অর্থ ছিল না যা দিয়ে সে বসন্তসেনার কাছ থেকে মদনিকাকে মুক্ত করে বিবাহ করে, তাই তাকে চুরির পথই বেছে নিতে হয়েছিল।

পরিশেষে বলতে হয়, এই চুরি এক প্রকারের সামাজিক ব্যাধি। তাই তা সমাজের পক্ষে কখনোই গ্রহণীয় নয়। তবুও সাধারণ মানুষ কখনো সামাজিক, কখনো রাজনৈতিক, কখনো অর্থনৈতিক, আবার কখনো মনস্তাত্ত্বিক কারণে অনেক সময় চুরিকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করে। ফলে যুগে যুগে এই চুরিকে প্রতিহত করার জন্য কঠোর দণ্ডাদেশ ব্যবস্থা আরোপ করা হলেও এই চুরির ধারা সমাজের প্রতিটি রন্ধ্রে এমনভাবে প্রবেশ করেছে যা আমরা শত শত চেষ্টা করেও সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করতে পারব না। ফলে সমাজ থেকে সামাজিক ব্যাধিরূপ এই চৌর্যবৃত্তিকে অস্বীকার করলে তা কোন জিনিস দেখেও না দেখার ভাণ করার মত অবস্থা হবে, যেটি কোনো সচেতন সমাজের কাছে কাম্য নয়। সেজন্য চৌর্যবৃত্তি বিষয়ক ভাবনা যে একান্তভাবেই আধুনিককালের- এই ভাবনা ঠিক নয়, প্রাচীন ভারতেও এই ভাবনা ছিল তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ হলো মৃচ্ছকটিকে প্রদর্শিত নিদর্শনসমূহ।

তথ্যসূত্র

১. চৌরৈকাগারিকস্তেন-দস্যু-তস্কর-মোষকাঃ
প্রতিরোধি-পরাস্কন্দি-পাটচ্চর মলিম্লুচাঃ।

চৌরিকা স্তৈন্যচৌর্য্যে চ স্তেয়ং। (অমরকোষ – হয় কাণ্ড, শুদ্রবর্গ, পর্যায় ৬৫,৬৬)

২. 'স্তেয়ং তু তদবিলক্ষনং নিরন্বয়ং দ্রব্যস্বাম্যাদ্যসমক্ষং বঞ্চয়িত্বা

যৎ পরধনহরণং তদুচ্যতে। যচ্চ সান্বয়মপি কৃত্বা ন ময়েদং কৃতমিতি

ভয়াৎ নিহ্নুতে তদপি স্তেয়ম্'- বিজ্ঞানেশ্বর কৃত মিতাক্ষরা টীকা।

৩. নিরন্বয়ং ভবেৎ স্তেয়ং হৃত্বাপহ্নুয়তে চ যৎ। (মনুসংহিতা ৮/৩৩২)

৪. চৌর্যশাস্ত্র সংক্রান্ত পুঁথি। কলকাতার The Asiatic Society তে রক্ষিত। মঙ্গলাচার্য পুঁথিটি লিপিবদ্ধ করেন।

৫. মৃচ্ছকটিকম্, তৃতীয়াঙ্কে, পৃষ্ঠা ১৫৪ (ডঃ উদয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও অনীতা বন্দ্যোপাধ্যায়)।

৬. চৌর্যসমীক্ষা (কুণ্ড, পুরীপ্রিয়া- সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা,প্রথম সং,১৪২১) Folio No-55A, পৃষ্ঠা- ৪৪।

৭. ঐ Folio No- 20B, (দেবদেবঙ্কুপারস কনকশক্তির) পৃষ্ঠা- ২৬

৮. ঐ Folio No- 30B (লম্বকভূষনন্দস্য আচার্যস্য মহাত্মন ইতি) পৃষ্ঠা- ৩১
৯. ঐ Folio No- 31A (আচার্যশকলীভাব যথা সক্তেন তথা শৃণু) পৃষ্ঠা- ৩১
১০. ঐ Folio No- 33B (লম্বকোভূষনাদস্য আচার্যস্য ন শংসয় ইতি) পৃষ্ঠা- ৩২
১১. ঐ Folio No- 26B (স্বস্থো ভবতি//মঙ্গল) পৃষ্ঠা- ২৯
১২. মৃচ্ছকটিকম্, (ডঃ উদয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও অনীতা বন্দ্যোপাধ্যায়) পৃষ্ঠা- ১৫৪
১৩. 'শ্মশানলোহং তীষ্ক্ষীত্বা শক্তি কর্ত্তব্যং নগরদ্বারে একবিন্সতিবারা পরিজাপ্য নিখানয়েদ্ উদ্ধৃত্য শ্মশানে অষ্টসহস্রঞ্ জপেৎ/ তঙ্ কুড্য সুভতি ষ্ছিদ্রো ভবতি'॥ Folio No- 54B (চৌর্যসমীক্ষা) p. 44
১৪. 'অগ্নিহোত্রাঙ্গারেন শ্মশানেঙ্গারেণ বা.... লি- খ্য যথা পূর্ব্ববদ্যোমন মুখে প্রবিহার্যং প্রসেৎ মহাপুণ্যং// প্রত্যোতি যম্ ইচ্ছন্তি তৎ করোতি// যাবজ্ জীবং লাভে দ্রব্যম্ বিনাসো ন ভবতি'। (ঐ Folio No- 54B, 55A, p. 44)
১৫. "তিহমুখং রাক্ষসমুখম্ বা/ স্ত্রীমুখম্ বা/ অশ্বমুখম্ বা/ মকর মুখম্ বা/ চক্রম বা....."(ঐ Folio No- 54B. p. 44)
১৬. "পদ্মব্যাকোশং ভাস্করং বালচন্দ্রং
বাপী বিস্তীর্ণ স্বস্তিকং পূর্ণকুম্ভম্"। মৃচ্ছ.-৩/১৩
১৭. "সিংহক্রান্তং পূর্ণচন্দ্রং ধাষাষ্যং চন্দ্রার্ধং বা ব্যাঘ্রবক্ত্রং ত্রিকোনম্।
সন্ধিচ্ছেদঃ পীঠিকা বা গজাস্যমস্মৎ পক্ষ্যা বিস্মিতাস্তে কথং স্যুঃ'।(চারুদত্তম্- ৩/৯)
১৮. মৃচ্ছকটিকম্ (ডঃ উদয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও অনীতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পা.) পৃষ্ঠা- ১৫২
১৯. ঐ. পৃ. ১৫৩
২০. ঐ.পৃ. ১৫৮
২১. 'কামং নীচমিদং বদন্তু পুরুষাঃ স্বপ্নে চ যদ্বর্দ্ধতে
বিশ্বস্তেষু চ বঞ্চনাপরিভবশ্চৌর্যং ন শৌর্যং হি তৎ।
স্বাধীনা বচনীয় তাহপি হি বরং বদ্ধো ন সেবাঞ্জলিঃ
মার্গো হ্যেষ নরেন্দ্রসৌত্তিকবধে পূর্বং কৃতো দ্রৌণিনা'॥
(মৃচ্ছকটিকম্- ৩/১১)
২২. "ত্রিশূলশক্তি খড়্গপাসধনুশর-পরশুঘন্টা পতকাচক্রধারণমুদ্বরকরকে হস্ত ষট্মুখং লিখেৎ"।– চৌর্যসমীক্ষা- Folio No- 47A, পৃষ্ঠা- ৪০
২৩. মৃচ্ছকটিকম্ (ডঃ উদয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও অনীতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পা.) পৃষ্ঠা- ১৫৭
২৪. ঐ. পৃ. ১৫৮
২৫.এতেন মাপয়তি ভিত্তিষু কর্মমার্গমেতেন মোচয়তি ভূষণসম্প্রয়োগান্।
উদ্ঘাটকো ভবতি যন্ত্রদৃঢ়ে কপাটে দষ্টম্য কীটভুজগৈঃ পরিবেষ্টমঞ্চ॥মৃচ্ছ.৩/১৬
২৬.মৃচ্ছকটিকম্ (ডঃ উদয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও অনীতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পা.) পৃষ্ঠা- ১৫৯
২৭. ঐ. পৃ. ১৬০.

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

অমরকোষ বা অমরার্থ চন্দ্রিকা – অমরসিংহ বিরচিত, গুরুনাথ বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য সম্পাদিত , সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার , কলকাতা, ১৪১৭ বঙ্গাব্দ।
অষ্টাধ্যায়ী – পাণিনি বিরচিত, তপনশঙ্কর ভট্টাচার্য সম্পাদিত ,সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ,২০১২।
কুণ্ড, পুরীপ্রিয়া-চৌর্যসমীক্ষা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা,১৪২১ (১ম সং)।
চক্রবর্তী , সত্যনারায়ণ – পাণিনীয় শব্দশাস্ত্র, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, পুণর্মুদ্রণ, ২০১৩।
গোপ, যুধিষ্ঠির – সংস্কৃতসাহিত্যের ইতিহাস, সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ২০১০।
বন্দ্যোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রনাথ – সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষৎ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০০।
মৃচ্ছকটিকম্-শূদ্রক বিরচিত,অবিনাশ চন্দ্র দে ও শুভেন্দু কুমার সিদ্ধান্ত সম্পা. সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ২য় সং,১৪১৩ বঙ্গাব্দ।
মৃচ্ছকটিকম্-শূদ্রক বিরচিত,উদয় বন্ধ্যোপাধ্যায় ও অনিতা বন্ধ্যোপাধ্যায় সম্পা. সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা,২০০৭ .
মনুসংহিতা-মানবেন্দু বন্ধ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ও অনুদিত, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার,কলকাতা, ১৪০৭(১ম প্রকাশ)।
বৈয়াকরণ সিদ্ধান্ত কৌমুদী- বাসুদেব দীক্ষিত প্রণীত বালমনোরমা, জ্ঞানেন্দ্র সরস্বতী বিরচিত তত্ত্ববোধিনী সহ, গিরিধর শর্মা এবং পরমেশ্বর শর্মা সম্পাদিত, চার খণ্ডে প্রকাশিত, মোতীলাল বনারসীদাস, দিল্লী, পুণর্মুদ্রিত, প্রথম ভাগ ১৯৭৭, দ্বিতীয় ভাগ ১৯৯৭, তৃতীয় ভাগ ১৯৭৭, চতুর্থ ভাগ ১৯৭৯।
যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা(ব্যবহার অধ্যায়)- সুমিতা বসু ন্যায়তীর্থ সম্পা. সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা,১৪০৭ বঙ্গাব্দ,(১ম সং)।